রমজানের মর্ম কথা
==========

সকল প্রকার পাপ মোচন আর মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ব বোধ শিক্ষার মাস “” মাহে রমজান “” ।

গবেষক আলেমগণ বলেন্-
১. رمضان আল্লাহর নাম সমহের মধ্যে একটি নাম । অতএব شهر رمضان অর্থ আল্লাহর মাস।
২. হযরত জাফর সাদেক রহ: তার পূর্ব পূরষদের সূত্রে বলেন- নবী করিম সা এরশাদ করেন رمضان আল্লাহর মাস।
৩. হযরত আনাস রা বলেন, নবী করিম সা এরশাদ করেন তোমরা শুধু رمضان বল না, বরং সম্মানের সাথে বল। কেননা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন شهر رمضان তথা মাহে রমজান।
৪. কারো মতে رمض অর্থ প্রচন্ড গরম। যেহেতু আরবি মাস সমূহের নাম রাখার সময় অর্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। সম্ভবত যখন এ মাসের নাম রাখা হয়, তখন হয়ত প্রচন্ড গরমের মৌসুম ছিল, বিধায় رمضان করে নাম রাখা হয়েছে।
৫. অথবা এ মাসে মানূষের গুনাহ জালিয়ে দেয়া হয় বলে رمضان করে নাম রাখা হয়েছে।
৬. আবার এরূপও বর্ণিত আছে যে, رمض অর্থ বর্ষা কালের বৃষ্টি। বর্ষা কালের বৃষ্টি যেমনি সমস্ত ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে পবিত্র করে ফেলে তেমনি মাহে রমজান মানূষের শরীরের সমস্ত পাপ ধুয়ে পরিষ্কার করে অন্তর সমূহকে পবিত্র করে দেয়।
গুনিয়তুত তালেবীন। ৩৫২ ॥

মাহে রমজানের ফজিলত

মহিমাময়মাস রমজান এসে গেছে
'
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان: شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم . رواه احمد والنسائي . مشكوة، ١٧٣.
'

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাছে বরকতময় রমজান মাস এসে গেছে:

১. এটি অত্যন্ত কল্যাণময় মাস
২. রমযান মাসের রোজাগুলো তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে।
৩. এ মাসে আকাশের দরজা খোলা। (সকল সৎকাজ আল্লাহর কবুল করেন, রহমত, বরকত, ক্ষমা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হয়) এবং
৪. জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ,
৫. অভিশপ্ত শয়তান থাকে শিকলাবদ্ধ।
৬. এ মাসে রয়েছে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য রজনী। ليلة القدر
৭. যে ব্যক্তি এর নেকী থেকে বঞ্চিত, তবে সে সব ধরনের কল্যাণ হতে মাহরুম।
সূত্র: মূসনাদে আহমদ, নাসায়ী হতে মিশকাত॥

সব মিলিয়ে রমজান মাস মুসল্মানের জন্য পরম নিয়ামতের মাস । যাতে রয়েছে রহমত, মাগফেরাত আর নাজাত,
তাই আসুন মুসলমান হিসেবে ইসলামের ২য় ফরজ কে যথাযথ ভাবে আদায় করিয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করি।